গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: সেতু বিভাগ

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
০১.	**উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা EFT'র মাধ্যমে প্রদান**	সেতু বিভাগের আওতায় বর্তমানে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ক্ষতিগ্রস্থদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অতিরিক্ত নগদ সহায়তাও রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা EFT'র মাধ্যমে প্রদান সেবাটি ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের অনুকূলে প্রদেয় Top up কৃত অর্থ সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত; যা সরাসরি Advice প্রেরণপূর্বক ক্ষতিগ্রস্থদের Bank A/C এ প্রেরণের মাধ্যমে বর্ণিত উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের প্রকল্প অফিসে না এসে ক্ষতিপূরণের অর্থ নিজস্ব একাউন্টে পাচ্ছে এবং সময় ও যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	এটি একটি উদ্ভাবনী ধারনা। সম্পূর্ণ সেবাটি এখনো ডিজিটাইজড নয়। এই সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। লিংক সংযুক্ত shorturl.at/aeX49	
০২.	**ডিজিটাল টোল সিস্টেম**	ডিজিটাল টোল সিস্টেম সবাটি বঙ্গবন্ধু সেতুতে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে সেতুটি উদ্বোধনের সময় সেতু পারাপারের টোল হার নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে যানবাহনের শ্রেণীবিন্যাস করে টোল পুন:নির্ধারণপূর্বক সফটওয়্যারের মাধ্যমে আদায় কর্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতু ও মুক্তারপুর সেতু দিয়ে ৪ এক্সেল এবং তার অধিক এক্সেলবিশিষ্ট ট্রেইলার পারাপার হচ্ছে। ডিজিটাল সিস্টেম প্রবর্তনের পূর্বে ট্রেইলারের কোন শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারিত না থাকায় তুলনামূলক কম রাজস্ব আদায় হতো। এ জন্য ডিজিটাল সিস্টেম প্রবর্তনের মাধ্যমে যানবাহনের শ্রেণী ৯টি হতে বৃদ্ধি করে ১২টি করা হয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	এটি একটি ডিজিটাইজকৃত সেবা। এই সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। লিংক সংযুক্ত	

দুলাল চন্দ্র সুত্রধর
উপসচিব (বাজেট)
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

		তন্মধ্যে ট্রেইলারকে একটি শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত করে এক্সেলভিত্তিক ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ট্রেইলার (৪ এক্সেল) এর ক্ষেত্রে ৩০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা এবং অতিরিক্ত প্রতি এক্সেল ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। ডিজিটাল টোল সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে গাড়ির শ্রেণিবিন্যাস এবং টোল আদায়ের সময় আপেক্ষিকভাবে কম হওয়ায় টোল আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।			shorturl.at/BEOTZ	
০৩।	**উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের ভিসার ক্যাটাগরি পরিবর্তন, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি, মাল্টিপল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ইস্যু সংক্রান্ত আবেদনের সেবাটি ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণের সর্বোচ্চ ১০০ দিন পূর্বে আবেদন গ্রহণ ও চেকলিস্ট অনুযায়ী সংযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে সহজিকরণ।**	সেতু বিভাগের আওতায় বর্তমানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নধীন রয়েছে। এসকল উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বিদেশী নাগরিকগণ কর্মরত আছেন। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের ভিসার ক্যাটাগরি পরিবর্তন , ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি , মাল্টিপল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ইস্যু সংক্রান্ত আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ করা হয়। বিদেশী নাগরিকগণ অনেক সময় ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৬-৮ মাস পূর্বে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জমা দেন। এত দীর্ঘ সময় পূর্বে এই আবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে আবেদনটি প্রকল্প পরিচালকের কাছে পরবর্তীতে উপস্থাপনের জন্য ফেরত প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে যদি আবেদনটি ভিসার মেয়াদউত্তীর্ণের ১০০ দিনে পূর্বে গ্রহণ করা হয় তবে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা সহজতর হবে। এছাড়া, অনেকসময় যে সকল কাগজপত্র সংযুক্ত করা প্রয়োজন তা সংযুক্ত না থাকায় আবেদনটি সম্পূর্ণতা পায় না। এ ক্ষেত্রে একটি চেকলিস্ট করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ আবেদন জমা প্রদানের জন্য সকল প্রকল্প পরিচালক বরাবর পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিষয়টি ৭ কার্যদিবসের পরিবর্তে ৫ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এই সেবাটি সেতু বিভাগের সিটিজেন চার্টারের প্রাতিষ্ঠানিক সেবার অন্তর্ভূক্ত । আবেদনের সময় নির্ধারণ ও চেকলিস্ট প্রেরণের মাধ্যমে সেবাটি আরো দ্রুত সহজভাবে প্রদান করা যেতে পারে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	এটি ২০২১-২২ অর্থবছরে সেতু বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সহজীকৃত সেবা। সম্পূর্ণ সেবাটি এখনো ডিজিটাইজড নয়। বর্তমানে দাপ্তরিক অংশ ই-নথিতে নিষ্পন্ন হয় তবে আবেদন গ্রহণ অংশ প্রকল্প দপ্তর হতে হার্ড কপি গ্রহণ করা হয়। এই সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। লিংক সংযুক্ত shorturl.at/fjMZ0	
০৪।	**সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে ফেস রিকগনিশন এন্ড টেম্পারেচার**	COVID-19 মহামারি মোকাবেলায় মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। সেতু ভবনে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপও জরুরী। সেতু ভবনে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমটিতে আঙ্গুলের ছাপ ও ৩ ইঞ্চি দূর হতে কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা হতো যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে স্পর্শবিহীন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম অত্যন্ত সহায়ক। এমতাবস্থায়, অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও নিয়মকানুন চালু রাখার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম উইথ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। VPN এর মাধ্যমে মনিটর করা হয় Private IP লিংকঃ	

দুলাল চন্দ্র সুত্রধর
উপসচিব (বাজেট)
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

	ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ	ফেইস রিকগনিশন ও টেম্পারেচার মেজারমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়। এই সিস্টেমে ২-৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে চেহারা চিহ্নিত করণের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খুলে যায়।। মাস্ক পরিধান না করলে সিস্টেমটি সতর্কীকরণ বার্তাসহ সংকেত প্রদান করে ও দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকে। এছাড়া এতে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া শরীরের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কবার্তা বেজে উঠবে ও দরজা উন্মুক্ত হবে না। এতে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা তথা সামগ্রিক অফিসের সুরক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।			\\192.168.3.15:8888	
০৫।	**সেতু পারাপারে নাগরিক অভিজ্ঞতা অবহিতকরণ**	সেতু বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনা ২০২০-২১ অনুসারে একটি ডিজিটাল সেবা চালু করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্তমান সময়ে গুগল ফর্মের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনা খরচে নাগরিকদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে অত্যন্ত কম সময়ে নিখুঁতভাবে নাগরিকদের ফিডব্যাক সংগ্রহ করা যায়। ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে যে কোনো ডিজিটাল সেবার সূচনা করা সম্ভব নাগরিকদের জন্য। সেই প্রেক্ষাপটে, সেতু বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সেতু (বঙ্গবন্ধু, মুক্তারপুর) পারাপারে নাগরিকদের অভিজ্ঞতার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ডিজিটাল সেবাটি প্রণয়ন করা হয়। একজন নাগরিক নিজের কিছুর ব্যক্তিগত তথ্য আমাদেরকে জানিয়ে (নাম, ফোন, ইমেইল, পেশা) নিজের অভিজ্ঞতা এইখানে শেয়ার করতে পারেন। সেুত বিভাগ প্রয়োজনীয় তথ্যের উপর ভিত্তি করে নাগরিকদের ফিডব্যাক প্রদান করে থাকে । সেুত পারাপারের সময় যানবাহনের টোল সম্পর্কিত কোন অভিযোগ থাকলে সেটার সমাধান দিয়ে থাকে। সেতু/ সেতুর রাস্তায় কোন সমস্যা সম্পর্কে জানলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। সেতু বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সেতু (পদ্মা, বঙ্গবন্ধু, মুক্তারপুর) সম্পর্কে কোন প্রশ্ন/মতামত/পরামর্শ থাকলে সেটা নিয়ে ফিডব্যাক প্রদান/ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে সেতু বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সেতু পারাপারে অভিজ্ঞতা ও মতামত, সমস্যা সমাধানের জন্য ডিজিটাল সেবাটি নির্বাচন করা যায়।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_djXFRJzEUhUzrM0HQlLOiOdLiDbnsJT_i37KZnme8h5Y_A/viewform	
০৬	**বঙ্গবন্ধু সেতুতে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) চালুকরণ**	বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম টোল প্লাজায় গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে পাইলটিং এর উদ্দেশ্যে ১টি করে ফাস্ট ট্র্যাক Electronic Toll Collection (ETC) লেন চালু করা হয়। বর্তমানে সেতুর উভয় প্রান্তে ৭টি করে মোট ১৪টি টোল কালেকশন বুথ রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৬-১৭ হাজার যানবাহন এ সেতু ব্যবহার করে থাকে। এ যানবাহনের পরিমাণ প্রতিবছর গড়ে ৮-১০% বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা টোল আদায় হয়ে থাকে।এত ব্যাপক সংখ্যক গাড়ী হতে টোল আদায় করতে গিয়ে কোনো কোনো লেনে প্রায়ই ৩-৪টি গাড়ির লাইন তৈরী হয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন উৎসবে গাড়ীর সংখ্যা যখন ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায় তখন লেনে গাড়ির লাইন অনেক দীর্ঘ হয়ে যায়। ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	এটি প্রাইভেট নেটওয়ার্কের আওতায় চলমান রয়েছে।	

দুলাল চন্দ্র সুত্রধর
উপসচিব (বাজেট)
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

		টোল প্লাজায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ী পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিঃ এর নেক্সাস-পে অথবা রকেট একাউন্ট এর টোল কার্ড ব্যবহার করে উক্ত সুবিধাটি পাওয়া যায়। সুবিধাটি পেতে গাড়ীর নম্বরটি টোল কার্ডের সাথে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এর যেকোন শাখা, ফাস্ট ট্র্যাক বা নেক্সাস-পে থেকে রেজিস্ট্রেশন করে টোল কার্ডের প্রয়োজনীয় ব্যালেন্স নিশ্চিত করা হয়। আর সহজেই ব্যবহারকারীর গাড়িতে বিদ্যমান সচল ও কার্যকর Radio-Frequency Identification (RFID) ট্যাগের মাধ্যমে টোল প্রদান করা যায়। নগদ টাকা প্রদানের জন্য কাউকে টোল প্লাজায় এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে হয় না; অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও বাধাহীনভাবে ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে যানবাহনসমূহ টোল প্লাজা অতিক্রম করতে পারে।				
০৭	**বিদ্যুৎ ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সেতু ভবনে Motion Detection Sensor স্থাপন**	বিদ্যুৎ ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সেতু ভবনে Motion Detection Sensor স্থাপন করা হয়েছে। সেতু ভবনে প্রতিদিন লাইট সিস্টেম ব্যবহার করে অফিস চালনা করতে হয়। অফিসে ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করে বারবার লাইট অন-অফ করার প্রয়োজন হয়। ব্যস্ততা অথবা ভুলে অনেক সময় লাইট অন রেখেই অনেকে অফিস কক্ষ ত্যাগ করে থাকেন। ফলে মাস শেষে অত্যধিক বিদ্যুৎ বিল আসে। Motion Detection Sensor স্থাপন করার ফলে সেতু ভবনে বিদ্যুৎ বিল আনুমানিক ৩৫% সাশ্রয় হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অপচয় রোধে Motion Detection Sensor গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়।	
০৮	**ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম (e-Recruitment System)**	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সবচেয়ে ফলপ্রসূ উদ্ভাবন হলো ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়মিত জনবল নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ হওয়ায় আবেদনকারী এবং নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উভয়েই সুবিধা পাচ্ছে। আবেদনকারীগণ এই সিস্টেমে সরাসরি লগ-ইন করে আবেদন করতে পারছেন। এতে করে পৃথকভাবে কাগজে বা হার্ডকপিতে আবেদন করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে পোস্টাল বা কুরিয়ার চার্জ যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি সরাসরি অফিসে এসে আবেদন জমা দেয়ার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের জন্যও অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। আবেদনকারী সরাসরি প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে নিতে পারছেন। অন্যদিকে আবেদন যাচাই-বাছাই এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যে সময় ও জনবলের প্রয়োজন হতো তা আর প্রয়োজন হচ্ছে না। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের ফলে অনেক কম সময়েই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://eservice.bba.gov.bd/recruitment/	
০৯	**উৎসে আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র অনলাইনে প্রদান**	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর অনুকূলে পরিশোধিত বিল হতে বিধি অনুযায়ী উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়। উক্ত আয়কর ও ভ্যাট চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। এই	হ্যাঁ	হ্যাঁ	ঠিকাদারের বিল পরিশোধের সাথে সাথে এটি অটো জেনারেট হয়।	

		প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য তাদের একাধিকবার অফিসে আসতে হয়। একাধিকবার অফিসে যাতায়াত করতে তাদের সময় ও অর্থ ব্যয় হয়। ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীগণ যাতে সহজেই এই সেবা পেতে পারেন সেজন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে ERP Software ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করে ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে তাদের অর্থ ও সময় ব্যয় করে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য অফিসে আসতে হচ্ছে না।			নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। VPN এর মাধ্যমে মনিটর করা হয় Private IP লিংকঃ \\192.168.3.8:8/MCS	
১০	**অনলাইন প্রবেশ পাশ**	২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প অফিসে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তার স্বার্থে online entry pass ইস্যুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেতু ভবনে আগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের নামে অনলাইন পাশ ইস্যু করে থাকেন। ইস্যুকৃত পাশ অনলাইনে সেতু ভবনের রিসেপশনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যায়। এই পাশ যাচাই করে দর্শনার্থীদের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। অন-লাইনে পাশ ইস্যুর ব্যবস্থা হওয়ায় কর্মকর্তাগণ খুব সহজেই ও দ্রুততার সাথে পাশ ইস্যু করতে পারছেন। এই পাশ রিসেপশনে পৌঁছানোর জন্য কোন বাহকের প্রয়োজন হচ্ছে না। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে দর্শনার্থীদের সেতু ভবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাও বৃদ্ধি পেয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	https://eservice.bba.gov.bd/gatepass/	
১১	**সচেতনতামূলক পোস্টার**	লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে "Burn Calories, Not Electricity" স্লোগানসহ একটি পোস্টার মুদ্রণ করা হয়েছে। লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ির ব্যবহার যেমন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে তেমনি কায়িক পরিশ্রম শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ায় এই অভ্যাস পরোক্ষভাবে পরিবেশ বান্ধবও বটে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেতু ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ডিসপ্লেতে নিয়মিত প্রচার করা হয়।	
১২	**অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা**	সেবা প্রত্যাশী জনসাধারণ যাতে সহজেই তাদের অভিযোগ বা মতামত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে এজন্য সেতু বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে Grievance Redress System (GRS) সংযোজন করা হয়েছে। জনসাধারণ অনলাইনে খুব সহজেই এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ/ মতামত/ পরামর্শ জানাতে পারছে। ব্যবহারকারী এই সিস্টেমে লগ-ইন করে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তার অভিযোগ বা পরামর্শ জানাতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশনের সময় ই-মেইল এ্যাড্রেস বা মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ই-মেইল এ্যাড্রেস এবং মোবাইল ফোনে সফলভাবে অভিযোগ/পরামর্শ দাখিল সংক্রান্ত একটি মেসেজ পৌঁছে যাবে। তেমনি পরবর্তীতে তার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	http://site.bba.gov.bd/grs/	

দুলাল চন্দ্র সূত্রধর
উপসচিব (বাজেট)
সেতু বিভাগ
...মন্ত্রণালয়

		দাখিলকৃত অভিযোগ কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পত্তির কোন পর্যায়ে রয়েছেন তাও দেখতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগটি নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি আরেকটি মেসেজ পাবেন।				
১৩	**শেয়ারড ফোল্ডার** (Shared Folder)	বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্টের soft copy সহজে আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সেতু বিভাগের LAN server-এ একটি share folder সৃজন করা হয়েছে। এই ফোল্ডারে বিভিন্ন উইং এর নামে পৃথক ফোল্ডার রয়েছে। প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্ট এবং খসড়া এসব ফোল্ডারে প্রয়োজনানুসারে সংরক্ষণ করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন। নিয়মিত সভার নোটিশ, কার্যপত্র, কার্যবিবরণী, প্রতিবেদন এই ফোল্ডারের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়। এতে কাগজ ও প্রিন্টিং এর কালি/টোনার সাশ্রয় হচ্ছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	নিজস্ব নেটওয়ার্কে চলমান সেবা। VPN এর মাধ্যমে মনিটর করা হয় Private IP লিংকঃ \\192.168.3.4	
১৪	**ইউজড্ পেপার রিসাইক্লিং বক্স**	অনেক সময় আমরা কাগজের কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠাই ব্যবহার করে থাকি। ফলে অন্য পৃষ্ঠাটি অব্যবহৃত থেকে যায়। কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সেতু বিভাগে 'ইউজ্ড পেপার রিসাইক্লিং বক্স' প্রবর্তন করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়েছে এমন কাগজগুলো এই বক্সে জমা রাখা হয়। খসড়া প্রিন্টিং এবং অন্যান্য কাজে এই বক্সের কাগজ ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের সুবিধার্থে সেতু ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে central LAN printer এর কাছে এই 'ইউজ্ড পেপার রিসাইক্লিং বক্স' গুলো স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে যেমন কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি কাগজের ব্যবহারও হ্রাস পেয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	এটি ২০১৪=১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে বর্তমানে সফলভাবে চলমান রয়েছে। এতে কাগজ ও প্রিন্টিং এর কালি/টোনার সাশ্রয় হচ্ছে।	
১৫	**আইডিয়া বক্স**	সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যাতে নির্দ্বিধায় তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়া কর্তৃপক্ষের সাথে শেয়ার করতে পারেন এজন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেতু ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে 'আইডিয়া বক্স' স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের যে কোন আইডিয়া লিখে এই বক্সে ফেলতে পারেন। কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময় পরপর এসব আইডিয়া বক্স থেকে সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করে 'ইনোভেশন কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করে থাকে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	সেতু ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে 'আইডিয়া বক্স' স্থাপন করা হয়েছে।	
১৬	**ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম প্রচার**	সেতু বিভাগাধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। ভবনের মূল প্রবেশপথে স্থাপিত ডিজিটাল স্ক্রিনে এসকল প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমের ভিডিওচিত্র প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে এই দপ্তরের কাজ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ডিজিটাল স্ক্রিনটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যাতে পথচারীগণ চলাচলের পথেই এসব ভিডিও চিত্র দেখতে পারেন।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	

দুলাল চন্দ্র সাহা
উপসচিব (বাজেট)
সেতু বিভাগ
সেতু মন্ত্রণালয়

১৭	**বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্টেশন স্থাপন ও ই- টিকেটিং**	২০১৬-১৭ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্টেশন স্থাপন ও ই- টিকেটিং এর মাধ্যমে weigh scale এর সাথে সম্পৃক্ত মালপত্র বাহী ট্রাকের জন্য ওভার ওয়েট হলে রেড টিকেট প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট স্টেক এয়ারে গিয়ে মালপত্র আনলোড করে weigh scale এর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকলে গ্রীণ টিকিট প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক ওজন বাহী ট্রাক গুলোকে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালার আওতাভুক্ত করা সহজ হয়েছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্টেশন স্থাপন ও ই- টিকেটিং ব্যবস্থায় সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার একযোগে চলমান রয়েছে।	

২২/১০/২০২২

দুলাল চন্দ্র সুত্রধর
উপসচিব (বাজেট)
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়